পরমন্তপ

বাণী দত্ত

--কী হে অশোক, আজও বাড়ি যায় নি ?

প্রশ্নকর্তা ডাঃ ঘোষ। অশোক বা ডাঃ অশোক গিরি তাঁর দু'জনে হাউসস্টাফের একজন। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি শ্রী ইন্দুলাল ডোরা, এক আট াত্তর বছরের বৃদ্ধ। অনেক দিন ধরেই ভর্তি আছেন হাসপাতালে ক'দিন আগেই তাঁকে ডিসচার্জ করা হয়েছে।

--না স্যার, বাড়ির লোক তো দেখাই করছে না।

অশোক বেশ বিরক্ত বোঝা গেল, ব্যারাকপুরের ছেলে মস্কো থেকে এম-বি-বি- এস করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ইনটার্নশিপ করেছে। তারপর এখানে এসেছে হাউস করতে। ওদের বেশ কিছু ব্যবসা ট্যাবসা আছে। বাবা বেশঅর্থবান লোক, তা না হলে রা শিয়া থেকে ছেলেকে ডাক্তারি পাশ করাতে পারতেন না।

--কী দাদু, লড়কা কাঁহা ব্যায় ?

অশোক অবাঙালি পরিবেশে মানুষ হিন্দি বলে একেবারে সঠিক অ্যাক্সেন্টে, অনেকগুলো ভাষা জানে ছেলেটা। বাংলা ইংরাজি, হিন্দি এবং রাশিয়ান।

বৃদ্ধ তাঁর নির্জীব চোখ দুটি তুলে উত্তর দিলেন।

--আভি তক তো আয়া নেহি। আ যায়গা।

--আর আ জায়েগা, পার্থ এসে বললো, ও স্যার বাড়ি ফাড়ি নিয়ে যাওয়া কোন গল্প নাই।

পার্থ দত্ত অন্য একজন হাউসস্টাফ। ফিমেল ওয়ার্ডে স্যালাইন চালাতে গেছিলো। কাজ সেরে রাউন্ডে জয়েন করলো।

--ভারি বিপদে পড়লাম তো। নন্ বেঙ্গলি কমিউনিটিতে এ সমস্যা দেখা যায়না সচরাচর। বুড়ো বাবা মাকে শেষ যাত্রার সময়টুকু সরকারি হাসপাতালে রেখে দেওয়ার টেন্ডেন্সিটা বাঙালিদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। অন্ততঃ ওয়েস্ট বেঙ্গলে।

--সব জায়গাতেই আছে স্যার। তবে কমবেশি। পার্থ বললো,

--তা যা বলেছ। সত্তর সালে যখন থার্ড ইয়ারে পড়তাম তখনও মেডিক্যাল কলেজে দেখেছি দু - একটা রোগি বছরের পর বছর বেড দেখল করে বসে আছে। তাদেরকে বাড়ি পাঠানো বেশ কঠিন ব্যাপার ছিলো।

--আমরা স্যার ন্যাশনাল মেডিক্যালেও প্রথমদিকে একই সমস্যা দেখেছি, তবে এখন বোধহয় একটু কম,

--তা অশোক, মস্কোতে কী অবস্থা ছিলো। এসব দেখেছো ?

--কোন দিন না স্যার, এসব ভাবাই যায় না। রোগি আসবে, বিভিন্ন ইনভেস্টি গেশন্স্ হবে. একটা লজিক্যাল ট্রিটমেন্ট হবে, এটাই তো এক্সপেক্টেড, ডিসচার্জ করে দিলে সাথে সাথে বাড়ি নিয়ে যাবে। বেড দখল করে থাকাটা ভাবাই যায় না, ওদের সোশ্যাল সিস্টেমটাই অন্যরকম।

--বোঝা যাচ্ছে তুমি এখনও মানুষ হয়নি। ওদেব দেশে কী দারিদ্র্য নাই ? রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর না কী ও দেশে খুব টানাটানি চলেছে ?

--স্যার, রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর ওরা হয়তো আমেরিকার তুলনায় গরীব হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশি বড়লোক। তবে ওরা অবশ্য খুব কুয়িক রিকভার করছে।

--ওরা কেমন বড়লোক হে ?

--ওটা কম্প্যারিজনেই আসে না স্যার। আমি একই এগ্জ্যাম্ল দিচ্ছি, আমিতো এক বছর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ইন্ট ার্নশিপ করেছি। মেডিক্যাল কলেজের সেট আপ ওদের থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পিছনে। দিস ইজ মাই কান্ট্রি স্যার, বলতে খার াপ লাগলেও এটাই ট্রুথ। বাবাকে ছেলে হাসপাতালে ফেলে রাখবে জোর করে, এটা ওদের দেশে কোনদিন দেখিনি। দরকার হলে কোন হোমে রেখে দেবে, কিন্তু হাসপাতালে নেভার।

--তাইতো অশোক, তুমি যে মুস্কিলে ফেললে। আমাদের স্যোশাল স্ট্রাকচারে পভার্টি আছে। তাকে রাখতেও হবে। না রাখলে ভোট হবে কী করে। আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে ডাক্তারিতে ঢোকার সময়ও দারিদ্র ছিলো এদেশে। এখনো আছে। এবং থাকবেও ইনডেফিনিট পিরিয়ড।

--তাহলে স্যার, উপায় কী?
--উপায় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি করা। সেটা করা সম্ভব হয় নি, শিগগির শিগগির হওয়ার চান্সও নেই।
রামরিক দাস হাসপাতালে কলকাতার ভবানীপুরে একটি ছোট্ট হাসপাতাল হরলালকা গোষ্ঠীর বাইরে এটা একটা প্রাইভেট হাসপ াতাল ছিলো। বাইশ বছর আগে গভর্নমেন্ট এটার দখল নেয়, প্রাইভেট আমলে এটা ভীষণ ব্যস্ত একটা হাসপাতাল ছিলো, গভর্নমেন্ট এটা নেওয়ার পরই এর দুর্দশা শু হয়, বিভিন্ন স্টাফ যাঁরা সেই আমলে ছিলেন, সবাই সরকারি কর্মী হয়ে যান, ডাক্ত ারদের সরকারি কর্মী করা হলো না, তৎকালীন ডাক্তার কেস করলেন। আজবাইশ বছর ধরে সেই কেস চলছে, কোনো ফয়সলা হয় নি। ওল্ড ম্যানেজমেন্টের কিছু ডাক্তার এখও সপ্তাহে একদিন অন্ততঃ আধঘন্টার জন্য হলেও বুড়ি ছুঁয়ে যান, ভাঙাচোরা, ব াইশবছরেও না সারানো এই হাসপাতালটার মায়া কাটিয়ে কয়েকজন মারাও গেছেন। সরকারি সম্মান বা স্বীকৃতির জন্য পৃথিবীতে অপেক্ষা করার উপায় তাঁদের ছিলনা। তাই মোটমাট ছ-জন ডাক্তার নিয়ে কলকাতার উপর এই হাসপাতাল চলছে। সরকারি ডাক্ত ারদের মধ্যে আছেন একজন ফিজিসিয়ান, একজন সার্জন, একজন গাইনোকলজিস্ট, একজন অ্যানেসথেটিস্ট, একজন ডেন্টিস্ট, একজন পেড়িয়াট্রিসিয়ান, একজন রেডিওলজিস্টও আছেন বটে, তবে এক্সরে ডিপার্টমেন্ট প্রায়ই অচল থাকে। পুরনো মেশিনটা৷ ম াঝে মাঝেই স্থবিরত্ব পায়। তেল জলে দেওয়ার লোকেরা টাকার অভাবে ভেঙচি কাটে, এবং এক্সরে প্লেট প্রায়ই অদৃশ্য লোকে বিচরন করে। মাত্র তিনজন সরকারি ডাক্তার ইনডোর চালান, অতএব এ হেন হাসপাতালই তোরোগিকে বহুদিন ফেলে রাখার পক্ষে সবচেয়ে লোভনীয়।
পিজি সমেত যে কোন টিচিং ইন্স্টিটিউটে আজকাল অবশ্য ভর্তি হওয়াই কঠিন, কোর্টের নির্দেশে খারাপ রোগি ফেরানো যাবে না। তাই মেঝেতেও রোগি থাকছে। কিন্তু মেঝেতেও জায়গা না থাকলে ? হাইকোর্ট তো সে ব্যাপারে নির্দেশ দেয় নি! অথচ লোকজন সেই পিজি বা মেডিক্যাল কলেজেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে, সে দিক থেকে দেখতেগেলে রামরিকে ভর্তি হওয়া অনেক সহজ ব্যাপার। অতএব ইন্দুলাল ভোরা আটাত্তর বছর বয়সে একদিন হাসপাতালে ভর্তি হলেন। কিছুদিন হোল বেলভিউ নাসিং হোম থেকে পা ভ াঙ্গার জন্য অপারেশন করিয়ে এসেছেন। হাঁটা চলার অসুবিধা তো আছেই। এখন তার চেয়েও বড়ো সমস্যা হোল কোষ্ঠকাঠিন্য। কে াঠারিতেও এক সময় দেখিয়েছেনবিভিন্ন সমস্যার জন্য। সেও প্রায় দু-মাস হয়ে গেল। মাঝে দু-বার পারমিশন নিয়ে কোঠারি আর বেলভিউতে দেখিয়েএসেছেন।
--এই ভদ্রলোককে নিয়ে কী করা যায় বলতো? পাটি কী আমাদেরকে অ্যাভয়েড করছে ?
--আমাদের তো তাই মনে হয় স্যার। তবু দেখি আর দু-একদিন। সিস্টার দের ইনস্ট্রাক্শন্ দিয়ে যাই যাতে বাড়ির লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করে।
দিন দুয়েক বাদে ডাঃ ঘোষ যখন আউটডোরে শেষের রোগীটি দেখছেন, তখন ইন্দুলালের ছেলে এসে দেখা করলো,
--ডাক্তার বাবু, আপনি না কি আমার বাবাকে ছেড়ে দিয়েছেন?
--কিন্তু বাবা তো এখনও ভালো হয় নি।
-- সে কী? রোগী আমাকে নিজেই বলেছে আভি আচ্ছা হ্যায়। হাম্‌কো ছোড় দিজিয়ে, তাহলে ভালো হয় নি মানে কী?
-- না বাবা তো বলছেন টাট্টি ভালো হয় নি, তাহলে আমি কী করে বাড়ি নিয়ে যাব?
--শুনুন, ক্রনিক কন্স্টিপেশনের রোগী, বয়স হয়েছে । অপারেশন হওয়াতে কিছুট দুর্বল তো হয়েছেন-ই, অতএব পায়খানা ঠিকমতো হতেও যে শক্তিটা দরকার, সেটাও ওনার কম। এখন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবা যত্ন কন, সবজি খাওয়াবেন বেশিকরে, জল ও খেতে হবে বেশি তাহলেই পায়খানা স্বাভাবিক হবে।
--কিন্তু এখন কী করে নিয়ে যাব? কালই তো একবার বেলভিউ তে দেখাবার কথা আছে।
--না, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কিছু প্রবলেম আছে।
--আজ ঠিক আছে। আজ তো বুধবার সমানের সোমবার বাড়ি নিয়ে যাবেন। তারপর আমাদের আউটডোরে আবার এনে দেখ াবেন। আর হ্যাঁ, আপনার বাবা কিন্তু একটা হাসপাতালে আছে, সেখান থেকে বার বার তো প্রইভেট কনসার্ন-এ নিয়ে যাওয়া যায় না, আমি এর আগে দু-বার পারমিশন্ দিয়েছি রোগীর কথা ভেবে, এবার কিন্তু লাস্ট চান্স।
--অদ্ভুত লোক স্যার। নিজের বাবাকে বাড়ি নিতে চাচ্ছেনা ! খুবই স্ট্রেঞ্জ।।
--অবাক হবার কিছু নেই অশোক। এটাই বাস্তব। বুড়োরা বাতিলের দলে চলে যাচ্ছে, ইন্ডিয়াতে পারবারিক বন্ধন কিছুটা ছিলো, সেটাও চলে যাচ্ছে। ওদের হয়তো জায়গা কম-ই। তাই বুড়ো বাপের জায়গা হয় না। কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে অন্য দোহাই দিচ্ছে। আপত্তিটা এখানেই। তোমাকে একটা এগজাম্পল দিই, বাইশ তেইশ বছর আগে আমার পোস্টিং ছিলো পুলিয়ার রঘুন াথপুরে, ওখানে সিংহানিয়া গোষ্ঠীর এক বড়োসড়ো পপুলেশন অনেক পুষধরে বসবাস করছে। সবাই ব্যবসা বানিজ্যই করে, এমনিতে সবাই বেশ মিশুকে, হিউম্যান দোষগুন মিশিয়ে মানুষ। আমার সঙ্গে অনেকগুলো ফ্যামিলির বেশ ভালোই ভাব ছিলো।

একদিন তাদের একজন এসে বললো, 'ডাক্তার, একটা অন্যায় রিকোয়েস্ট করবো। আমি বললাম,' কেন? কী রিকোয়েস্ট? পরে জানতে পারলাম তার ঠাকুর্দাকে তিনদিন হাসপাতালে রাখতে হবে, বয়স পঁচানববই, পায়খানা পেচ্ছাপের কষ্ট নাই, এদিকে তার মেয়ের বিয়ে, তার বাবা মা বেঁচে আছেন, তাঁরাই উগ্যেগী হয়ে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, বরাত আসবে বড়ো সড়ো। সেই বাড়িতে এ হেন বৃদ্ধকে নিয়ে সবাই বিব্রত হবে। তাই

--তা আপনি স্যার কী করলেন? পার্থ উদগ্রীব

--তুমি কী করতে ?

--আমি হলে রাখতাম না,

--আমি রেখেছিলাম, বুড়ো মানুষটা আমাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন। আমি খুব মজার মজার কথা বলতাম। কানে একটু কম শুনলেও সেগুলো বেশ অ্যাপ্রিশিয়েট করতেন, ওরা তিন দিন বাদেই নিতে এসেছিলো, আমি পাঁচদিন রেখেছিলাম,

--কিন্তু আপনি রাখলেন কেন? সে তো রোগী নয়,

ডাঃ ঘোষ হাসলেন,

--এর উত্তরটাও সহজ, সে তো রোগীই ছিলো, ফিজক্যাল ইন্কন্টিনেন্স বা ইউরিনারি ইন্কন্টিনেন্স -- এগুলো কী রোগ নয়? তার থেকেও যেটা বড়ো কথা তারা যখন স্বীকারই করেছে, তখন এটাকে আশ্রয় দেওয়া হিসাবে ধরতে পারো।

--কিন্তু স্যার, এটা যেন কেমন লাগে,

--কিছুই লাগে না। তোমরা যদি সরকারি ডাক্তার হও, তাহলে এই সমাজেই তো বাস করতে হতো। মানুষের জন্য যখন কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হয়, তখন সরকারি কানুনগুলো কিছুটা ঢিলে করতে হয় বৈ কী। আর একটা গল্প বলি শোন, ওই পুলিয়াতেই চেলিয়ামা বলে একটা জায়গা আছে, এক্কেবারে বরাকর নদীর ধারে এক বিরাট এরিয়া, ওখানকার গ্রামগুলোতে খুব ডাকাতি হোত, ওই দুর্গম অঞ্চলে পুলিশটুলিশের যাতায়াত ছিলো না। একবার দু-ভাই বিভিন্ন রোগ নিয়ে ভর্তি হোল, শুনলাম ওই অঞ্চল থেকে এসেছে। দু-একদিনের মধ্যেই সিস্টারদের ফিস্‌ফিসানি থেকে বুঝলাম ওদের রোগ-টোগ নাকী ফল্‌স ! আমি চেপে ধরলাম। তারা স্বীকার করলো তারা নাকি ওই অঞ্চলে একটু সচ্ছল। দায়ুদ চিঠি দিয়েছে তাদের বাড়িতে ডাকাতি করবে অমুক দিনে। সে ছিলো ওই অঞ্চলের সাংঘাতিক ডাকাত, চিঠি পত্র দিয়েই আসতো। লোকাল পুলিশ টুলিশ তো কেনা, সে ভয়ে ছেলেমেয়ে সমেত স্ত্রীদের বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে তারা আশ্রয় নিয়েছে হাসপাতালে,

--তা পুলিশ কিছু করতো না?

কে বললো করতো না? ডাকাতি হওয়ার পরে যেতো। এনকোয়ারি করতে। তারপর দায়ুদকে সাবধান করে দিতো ক-দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য।

--ওই ভাই দুটো কী করলো স্যার ?

--ওরা ক'দিন বাদেই চলে গেল। ওদের কাছেই শুনেছিলাম ওখানকার ডাকাতির কথা। ডাকাতরা শুধু মালপত্র নিয়ে চলে যাবে তা নয়, তারা আগেই মারধার করতো, খুনও করে ফেলতো,

--দায়ুদের তার পরে কী হোল স্যার?

--কিছুই হয় নি, দায়ুদদের ধরা হয় না, কিছুদিন বাদে শুনলাম দায়ুদ না কী ফরওয়ার্ড ব্লক করছে। তখনকার জাঁদরেল মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি না কী দায়ুদকে নেতা বানিয়ে গেছেন,

--এ সব বোধহয় সরকারি হাসপাতালে সম্ভব।

--যা বলেছ, রঘুনাথপুরের কাছে সাতুড়ি হেলথ সেন্টারে তো শুনেছি ডাকাতি করে এসে ক-জন ডাকাত হাসপাতালেই ঢুকে পড়েছিলো। তাদের আবদার ছিলো তারা ক-দিন ধরে ওখানেই ভর্তি আছে এইটা কাগজে কলমে দেখাতে হবে। ডাক্তার রাজি না হওয়ায় ডাক্তারকেই নাকী মেরে ফেলে।

--ডেঞ্জারাস ! অশোক শংকা প্রকাশ করলো, -- স্যার, অ্যাড - মিনিস্ট্রেশন যদি স্ট্রং না হয়, তাহলে এ সব তো হবেই আর এ সবের ভয়েই ভাবছি অন্য কোথাও যাই,

--কোথায় ভাবছো ?

--মস্কো থেকে ডাক্তারি পাশ করার কিছু সুবিধা আছে স্যার, ইন্ডিয়ান ডিগ্রি এখন ইউরোপ অ্যামেরিকায় রেকগ্‌নাইজড নয়; কিন্তু মস্কোর ডিগ্রি নিয়ে আমি বহু দেশেই অ্যাটাচমেন্ট পেতে পারি, দিল্লিতে ক্যানাডিয়ান এমব্যাসিতে ক--দিন আগে কথা বলে এসেছি। ওরা বলেছে মাস ছয়েকের মধ্যে একটা অ্যাটাচমেন্টের ব্যবস্থা করবে।

-- দেখ, পাও কী না? এ হাসপাতালে মডার্ন গ্যাজেট্‌স তো কিছু নাই। আমার কাছে ক্লিনিক্যাল মেডিসিন ছাড়া কিছুই শিখছো না।

-- সেটাই তো আসল লার্নিং, স্যার। তবে মড ার্ন গ্যাজেটেস্ ছাড়া হাসপাতাল চালানোও তো মুস্কিল,

--সেটাই তো আমাদের ক্ষোভ, ঢাল তরোয়ারহীন সরকারি ডাক্তারদের শুধু বলির পাঁঠাই করা হয়, চলো, এবার রাউন্ডটা সারি।
রাউন্ডে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ইন্দ্রলাল বলে উঠলেন।
--তবিয়ত বহোত খারাপ হ্যায় ডাক্তারবাবু।
-- সে কী, এই যে কাল অবধিও তবিয়ত ঠিক ছিলো।
--এ দাদু, স্যার, নিশ্চয়ই নৌটাঙ্কি করছে, আজ মর্নিং রাউন্ডে এসেও আমি জিজ্ঞাসা করে গেছি, বলছে বহোত আচ্ছা হ্যায়, সিস্টার কী হোল বলুন তো ?
--আমি কিছুটা আন্দাজ করছি, স্যার, ওর ছেলে আর ছেলের বউ এসেছিলো কিছু আগে, দু-জনে খুব ধ্যাঁতানি দিয়ে গেল, আমি যেটুকু বুঝলাম যে কেন উনি আপনাকে বলেছেন যে উনি ভালো আছেন।। এবং কেন-ই বা উনিবাড়ি যেতে চেয়েছেন ?
--এতো ভারি জ্বালায় পড়া গেল, এ লোকটা বাড়ি যাবে তো ? কখন যে কী ইনফেক্শন হয়ে যাবে। তারপর এখানেই দেহ রাখবে।
পার্থ লুফে নিলো কথাটা,
--হ্যাঁ, স্যার, ব্যাপারটা তাই তো দেখছি, এ হাসপাতালটা দেখছি টার্মিনাল হাসপাতালের মতোই হয়ে যাচ্ছে, সত্তর পেরিয়ে গেলেই পচাগলা রোগীগুলোকে এখানে ফেলে রেখে পালায় বাড়ির লোকজন, বেড সোরের পচা গন্ধে অন্য রোগীরা টিকতে পারে না।
--হ্যাঁ, সরকারি দশাই এরকম হয়, কোন রকম ইনভেস্টিগেসনের বালাই নাই। হার্টের রোগী তো এখানে ভর্তিই হয় না। এই পচা গন্ধ শুঁকেই আমাদের জীবন গেল। এর আগে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে ছিলাম, বাউন্ডারি ঘেঁসা চলা রাস্তার ধারে ছিলো খোলা মর্গ, সারাদিন মড়া পচা গন্ধে গোটা হাসপাতাল ভরে থাকতো। মাঝে মাঝেই কোয়ার্টার্সে খেতে অবধি পারতাম না। বমি আসতো। আমর া বলেছিলাম হাসপাতাল থেকে দূরে মর্গ করতে, কেউ কর্ণপাত করেনি, ক্রমশঃ মর্গের গন্ধ কাছাকাছি এরিয়াতেও ছড়াতে আরম্ভ করলো। তখন জনগনের প্রতিবাদ উঠলো। যেমন হয় ; সবাই নড়ে চড়ে বসলো. ঠিক হোল হাসপাতালের বাইরে কোথাও মর্গ হবে। জনগন আবার সরব। লোকালয়ে মর্গ সহ্য করা হবেনা। গন্ধ টন্ধ শুঁকতে হলে হাসপাতালের লোকই শুঁকুক । অতএব ঠিক হোল পুরনো মর্গের পাশেই নতুন মর্গ হবে। এ-সি ম হবে, বছর দেড়েক লেগে গেল একটা একতলা মর্গ চালু করতে এসি মর্গ যথারীতি একটা ফার্স হয়ে দাঁড়ালো, হাসপাতালে আজও আগের মতই গন্ধ ছড়ায়।
--স্যার চলুন বাকি রাউন্ডটা সেরে নিই। আগে ভাবতাম স্যার, নিজের দেশেই থাকবো। আপনাদের যে দশা দেখছি, তাতে আর সে ইচ্ছা নাই, পালাবো কোথাও।
পরের দিন রাউন্ডে যেতেই সিস্টারের কাছে খবর পাওয়া গেল ইন্দুলাল ভোর থেকেই সাত আটবার পায়খানা করেছেন, এরকম তে া হওয়ার কথা নয়। বুড়ো বয়সে কোলনে ক্যান্সার হলে কনস্টিপেশন আর ডায়রিয়া ঘুরে ফিরে আসতে পারে। সে জন্য কোলনোস্কো পি করানো হয়েছিলো। তাতে কোন দোষ ধরা পড়েনি।
ইন্দুলালের কাছে যেতেই পাশের বেডের পেশেন্ট কাতরভাবে জানালেন,
--ডাক্তারবাবু, আমার বেডটা পাল্টে দিন, এ লোকটা পায়খানা সামলাতে পারছে না। বাথম যাওয়ার আগেই পায়খানা করে ফেলেছে। তার উপর বাথমে গিয়ে নিজেই কাপড় কাচছে, তারপর সারা ওয়ার্ড জুড়ে ধুতি আর ফ তুয়া মেলে দিচ্ছে। ডাক্তার বাবু, তারও তো একটা গন্ধ আছে।
--আচ্ছা দেখছি। আপনাকে অন্য একটা বেডে দিচ্ছি, কিন্তু ইনি তো ভালোই ছিলেন। রোজ দুবেলা পায়খানা হচ্ছিল। বাড়ি যেতে চাচ্ছিলেন। আজ হঠাৎ পাতলা পায়খানা হোল কেন?
--তা তো জানি না ডাক্তার বাবু। তবে ওই যে শিশিটা, ওই ওষুধটা দু- চামচ করে রাতে খেতো। কাল দেখেছি আট চামচ খেয়েছে।
--সর্বনাশ, আশোক শিনিশটা হাতে নিয়ে দেখলো, -- স্যার, এতো পারগেটিভটা। দাদু, এ তুমনে ক্যা কিয়া ? ইয়ে জোলাপ তুম ইতনা কিউ খায়া ?
বৃদ্ধ হাত জোর করলেন,
--ডাক্তারবাবু, হামকো ছোড়িয়ে মত, হম্ কাঁহা জায়েগা ইয়ে হস্পিটাল ছোড়কে ?
বৃদ্ধের চোখে জল এলো,
--কাঁহে জায়েগা বাবু? লেড়কা ভি ক্যা করেগা? ইধার হামে খুশ রাখনে কে লিয়ে ও তো কোশিস করতাই হ্যায়।
ডাঃ ঘোষ ও বিষন্ন হলেন। রোজ দু চামচ করে পারগেটিভ খেতে বলে দেন সিস্টাররা। এবং তা খেয়ে ভালোই তো ছিলো, হঠাৎ অ াট চামচ খেতে গেল কেন ? ভুল করের ? না কী ইচ্ছা করে ?
ডাঃ ঘোষ পার্থ আর অশোককে প্রয়োজনীয় ইন্সট্রাক্শনস্ দিলেন। তারপর বাকি রাউন্ডটা দিতে লাগলেন।
সেদিন বাড়ি ফিরে সন্ধ্যা বেলাটা বেশ বিষন্নতায় কাটলো ডাঃ গুপ্তর, মানুষের জীবন সত্যিই কী বিচিত্র! সারাজীবন রোগী নিয়েই ক

রবার। কত কী-ই তো দেখতে হোল! সিস্টাররা সারাক্ষণ ওয়ার্ডে থাকেন। তাঁরাই খবরের খনি, ওঁদের কাছেই বিভিন্ন খবর পেয়েছেন। ইন্দুলাল গুজরাতি লোক। নিজে ব্যবসা করতেন, ছেলে বড়ো হলে ছেলেকে ব্যবসা বুঝিয়েছেন, ব্যবসা বাড়িয়েছেন, আস্তে আস্তে ছেলের হাতে ব্যবসা তুলে দিয়েছেন। ছেলের ব্যবসা বাড়ানো তেও প্রচুর হেল্প, করেছেন। কিন্তু আজ তিনি সংসারের বোঝা। একটা জিনিষ ডাঃ ঘোষের কাছে পারিস্কার, ছেলে কোনো মতেই বাবাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায় না। কঠিন আত্মকেন্দ্রিক জগত, তবু বাবা ছেলের নামে দোষারোপ করছে তা ও নয় ! হায় রে জন্মদাতা !
পরের দু-তিন দিন ছেলে এড়িয়ে এড়িয়ে চললো, কোন এক সময় বাবার কাছে এসে টিফিনবক্স এবং টুকিটাকি জিনিষ দিয়েই পালিয়ে যেত। ইন্দুলাল খাবার খেয়ে টিফিন বক্স ধুয়ে, জল খেয়ে শুয়ে পড়তেন, যে লোক এককালে ব্যবসার খাতিরে সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছেন, বহু রোজগারও করেছেন ; আজ তাঁকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ছেলের আনা অন্নের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।
এরপর হঠাৎ একদিন ইন্দুলালের ছেলে ডাক্তার ঘোষের সামনা সামনি পড়ে গেল।
-- কী ব্যাপার ? বাবাকে নিয়ে যান।
--ডাক্তার বাবু, বাবাতো এখনও ঠিক হয় নি।
--এ তো ভারি জ্বালায় পড়া গেল। এই বুড়ো বয়সে এর চেয়ে ভালো আর কী থাকবে ? নিয়ে গিয়ে একটু সেবা যত্ন করুন ! আর তা ছাড়া ঠিক হবেই বা কী করে ? যাতে কিছু বেঠিক থাকে তারজন্য তো রোজই বাবাকে শেখাচেছন, তা যাই হোক, অনেক দিন তো হলো। এবার নিয়ে যান,
--আচছা ডাক্তারবাবু। আমি দেখছি,
--আপনি না নিয়ে গেলে তাড়িয়ে তো দেওয়া যাবে না। কিন্তু ওনাকে আর টিন দেখাশুনো হবে না, সেটা ভেবে নিয়ে হাসপাতালে রাখুন, সবচেয়ে ভালো হয় ক-দিন বাড়িতে রাখুন। সুবিধা না হলে আবার নিয়ে আসুন। আমি কথা দিচ্ছি, আমি আবার ভর্তি করে নেব।
লোকটা ঝটিতি একটা নমস্কার সেরে পালিয়ে বাঁচলো।
ল্যাক্সেটিভ অ্যাবিউজ অর্থ্যাৎ বেশি জোলাপ খেয়েপাতলা পায়খানার দিন ওশেষ হোল একদিন। ইন্দুলাল এবার ডাক্তারদের দেখলেই মড়ার মতো পড়ে থাকতেন। ডাক্তার ঘোষ পাশ কাটিয়ে যেতেন। একদিন রাউন্ডের সময় ডাঃ ঘোষ দেখলেন ইন্দুলাল মহা বিষন্ন হয়ে বসে আছেন, সিস্টারের দিকে তাকাতেই সিস্টারের উচচ ফিসফিসানিতে জানা গেল আজ ছেলের কাছে বায়না ধরেছিলেন বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। ছেলে শাসিয়ে গেছে।
ডাঃ ঘোষ গিয়ে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ বেড থেকে নেমে এসে অশক্ত পা নিয়েই ডাঃ ঘোষের পা ধরতে গেলেন। ডাক্তার ঘোষ চকিতে সরে গেলেন।
--ডাক্তারবাবু হামকো ছড়িয়ে মৎ।
ইন্দুলালা কাঁদতে কাঁদতে জানালেন তাঁর ছেলে একটিই, বাকিরা মেয়ে, তাঁদের বিয়ে দিয়েছেন, এতদিন তিনি, তাঁর স্ত্রী, ছেলে আর ছেলের বৌ একই বাড়িতে থাকতেন, এখন তাঁর পোতি অর্থাৎ ছেলের মেয়ের বাচচা হয়েছে। তাকে তাঁর ঘরটা ছাড়তে হয়েছে। তাঁর স্ত্রী বাচচা দেখাশুনার সুবাদে কোন রকমে ভবানীপুরের বাড়িটাতে মাথা গুঁজে আছেন। ইন্দুলালের আর জায়গা হয়নি। অতএব হাসপাতালের পেয়িং বেডে দৈনিক কুড়ি টাকা আর রাতের জন্য একটা মাসির জন্য চল্লিশটাকা; এই ষাট টাকা দৈনিক খরচে ডাক্তার, নার্সদেরে সন্নিধানে মাস তিনেক হয়ে গেল এখানে।
--ছোড়িয়ে মৎ, ডাক্তারবাবু, বৃদ্ধের কাতর অনুরোধ।
--কেন বাড়ি যাবেন না ?
--কাঁহা জায়েগা বাবু, উধার তো জাগাই নেহি হ্যায়।
--ওটাই কী একমাত্র কারন ?
বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, -- অওর ভি কারন হ্যায়, বাবুজি হমারা দো লড়কিয়াঁ ভি হ্যাঁয়। এক লড়কী বহোৎ মুসিবৎ মে হ্যায়, লড়কা ডরতা হ্যায়, হম ঘর জানে কে বাদ লেড়কী কো কুছ দে দেঙ্গে!
অর্থই সব অনর্থের মূল। অতএব ইন্দুলালের কথাতে দুঃখ হলেও অবাক হওয়ার মতো কিছু নাই। --বাবু, ভবানীপুরকী কোঠিমে জাগা নেহি হ্যায়, হমরা একঠো মকান সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ মে হ্যায়। লেকিন ও ভি ভর্তি হ্যয়া বেওসা কা সামান সে। ও দাদু, অশোক বললো, -- তুম বাতাও , তুম জাওগে কব?
--বাবুজি, বৃদ্ধের আবার হাতজোর, --অওর তোড়া দিন রহনে দিজিয়ে, হম, গুজরাত চলে জায়েঙ্গে, উধার বহোৎ মকান হ্যায়। বুঢঢা আদমী লোগ উধার রহতে হ্যাঁয়। খরচা ভি কম্। সাতসো পেয়ে এক মাহিনা মে, খানেকী বহোৎ সুবিস্তা হ্যায়, ঘর মে টিভি হ্যায়, ডিসপেনসারি হ্যায়, মন্দির ভি হ্যায়, সুবহ শাম ভজন হোতা হ্যায়। হম, উধারর হী চলে যায়েঙ্গে বাবু। ইধার অ্যায়সে রহনা ঠিক

নেহি হ্যায়। ও তো মুঝে মালুম হ্যায়।
ডাঃ ঘোষ নিঃ শব্দে চলে এলেন হাউসস্টাফদের সঙ্গে। বারানসী অসহায় বৃদ্ধাদের শেষ আশ্রয় শুনেছেন। বৃদ্ধেরা কোথা যাবে ? বস ার টেবিলে এসে অনেকক্ষর্ণ মুখ ঢেকে বসে থাকলেন, তাঁরও বয়স হোল চুয়ান্ন।
--পার্থ, ওনার ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটা ক্যানসেল করো।